

সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার সূনাতে ভরা বয়ান

11 August 2016

নেয়ামাতের শুকরীয়া
আদায় করার পদ্ধতি

BANGLA

নেয়ামতের শুকরীয়া আদায় করার পদ্ধতি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أهلك وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أهلك وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِغْتِكَافِ (অনুবাদ: আমি সুনাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে
 নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে
 থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযিলত:

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আলিশান ফরমান হচ্ছে: আল্লাহ্ তাআলা
 আমার উম্মতের ব্যাপারে আমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, আমি তার কৃতজ্ঞতা
 স্বরূপ সিজদায় পতিত হলাম, সেই নেয়ামত হলো যে, আমার যে উম্মত আমার
 উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য ১০টি নেকী লিখে
 দিবেন। (মুসনাদে আবি ইয়াল্লা, মুসনাদে আনাস আব্দুর রাহমান বিন আউফ, ১/৩৫৪, হাদীস নং- ৮৫৫)

জু দরুদ ও সালাম পড়তে হে,
 উন পে রব কা সালাম হোতা হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের জন্য বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু
 ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে:

“نَبِيُّهُ الْمُوْمِنِ حَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

- (১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

* দৃষ্টিকে নীচে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
 * হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
 * ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। * **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** , **أَذْكُرُ اللَّهَ!** , **تُؤَبُّوا إِلَى اللَّهِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। * বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীর কাহিনী

হযরত সাযিয়দুনা সালামান ফারসী **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: “এক ব্যক্তিকে দুনিয়াবী অনেক ধন দৌলত দ্বারা ধন্য করা হয়েছিলো অতঃপর সবকিছু ধীরে ধীরে শেষ হতে লাগলো তখন সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুনকিত্তন করতে লাগলো, এমনকি তার কাছে শুধুমাত্র বিছানোর একটি চাটাই অবশিষ্ট রইলো কিন্তু সে তারপরও আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুনকিত্তনে ব্যস্ত রইলো। অপর এক সম্পদশালী ব্যক্তি সেই চাটাই ওয়ালাকে বললো: ‘এখন তুমি কি কারণে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো?’ সে বললো: ‘আমি সেই নেয়ামতের কারণে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, যদি আমি সারা দুনিয়ার সম্পদও দিয়ে দিই তবুও সেই নেয়ামত আমি পাবো না।’ অপর ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলো: ‘তা কি?’ সে উত্তর দিলো: ‘তুমি কি নিজের চোখ, জিহবা, হাত এবং পা ইত্যাদি দেখছো না (যে, এসবও আল্লাহ তাআলার কত বড় নেয়ামত)?’ (শুয়াবুল ইমান, ৪/১১২, হাদীস নং- ৪৪৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই নসিহতপূর্ণ কাহিনী থেকে জানতে পারলাম যে, কৃতজ্ঞতা (শোকরিয়া) শুধু ধন সম্পদ এবং আনন্দ লাভে করা হয় না বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কিন্তু আফসোস! আমাদের অবস্থা এরূপ যে, খুশি এবং ধন সম্পদ অর্জনে তো আমরা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকি আর যদি সামান্য দুঃখ কষ্ট, পেরেশানী, অসুস্থতা বা অভাব-অনটন অনুভূত হয় তখন অভিযোগ ও অনুযোগের বন্যা বইয়ে দিই, অথচ মানুষ যদি নিজেকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তবে তার আপন রবের (আল্লাহ তাআলার) পক্ষ থেকে প্রদত্ত হাজারো নেয়ামত দৃষ্টিগোচর হবে। সে সারা জীবনই আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেও কম হবে এবং আসলে এটাই বাস্তবতা যে, যদি মানুষকে পুরো সৃষ্টি জগতের সম্পদ দিয়ে দেয়া হয় এবং চোখ, কান, জিহ্বা, হাত ও পা এর মতো নেয়ামত না দেয়া হয় তখন এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে, আল্লাহ তাআলার এই নেয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি আমাদের মনযোগ পর্যন্ত যায় না, অথচ চোখ কত বড় নেয়ামত তা কোন অন্ধের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, জিহ্বা (কথা বলার ক্ষমতা) কত মহান নেয়ামত, তা কোন বোবাকে জিজ্ঞাসা করুন, সর্বাবস্থায় আমাদের সম্পূর্ণ শরীর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মারকায স্বরূপ (কেন্দ্রবিন্দু), এমনকি আমাদের মুখের থুথুও (Spit) অনেক বড় একটি নেয়ামত যাকে আমরা ঘন্য মনে করি, এর গুরুত্ব তাকে জিজ্ঞাসা করুন, যার মুখে থুথুর (Spit) পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (Parts of body) কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র এই নয়, বান্দা মুখে বলে দিলো যে, হে আল্লাহ! তোমার শুকরিয়া, বরং এর কৃতজ্ঞতা কিভাবে আদায় করা যায়, আসুন সে সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি:

শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৃতজ্ঞতা কি?

হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন হানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের কোন এক বন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি হযরত সাযিয়দুনা আবু হাযেমকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরয করলেন: “হে আবু হাযেম! চোখের কৃতজ্ঞতা কিরূপ?” তিনি বললেন: “এর দ্বারা ভাল কিছু দেখলে তবে তা প্রকাশ করো এবং যদি খারাপ কিছু দেখো তবে তা লুকিয়ে ফেল।”

সে আরয করলো: “কানের কৃতজ্ঞতা কি?” তিনি বললেন: “যদি এর দ্বারা ভাল কথা শুনো তবে তা স্বরণ রেখো এবং যদি খারাপ কথা শুনো তবে তা গোপন রাখো।” সে আরয করলো: “হাতের কৃতজ্ঞতা কি?” আবু হাযেম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “এর দ্বারা এমন বস্তু অর্জন করো না যা তার জন্য জায়েয নয় এবং এর মধ্যে যা আল্লাহ্ তাআলার হক রয়েছে তা বাদ দিয়ো না।” সেই ব্যক্তিটি আরয করলো: “পেটের কৃতজ্ঞতা কি?” তিনি বললেন: “পেটের কৃতজ্ঞতা হলো যে, এর নীচের অংশে খাবার থাকা আর উপরের অংশে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ থাকা।” সে আরয করলো: “লজ্জাস্থানের কৃতজ্ঞতা কি?” বললেন: “যেমন আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনের পারা ১৮ সূরা মুমিনুন এর ৫,৬,৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاهِهِمْ

حِفْظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ ۗ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۗ

(পারা- ১৮, সূরা- মুমিনুন, আয়া ত-৫,৬,৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যারা লজ্জাস্থান গুলোকে সংযত রাখে, কিন্তু নিজেদের পত্নীগণ অথবা শরীয়াত সম্মত ঐ দাসীদের নিকট যেগুলো তাদের হাতের মালিকাধীন রয়েছে। এতে তাদেরকে তিরস্কার করা হবে না, সুতরাং যারা এ দু'প্রকার ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে তারাই হয় সীমালঙ্ঘনকারী;

তখন সে বললো: “পায়ের কৃতজ্ঞতা কি?” তিনি বললেন: “যদি তুমি এমন কোন জীবিত ব্যক্তিকে দেখো, যার প্রতি তোমার ঈর্ষা হয়, তবে তুমি এই পা দ্বারা সেই ব্যক্তির মতো আমল করো (অর্থাৎ নেক আমল করো) এবং যদি তুমি এমন কোন মৃত ব্যক্তিকে দেখো, যার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট, তবে তুমি এই পা দ্বারা সেই ব্যক্তির মতো আমল করা থেকে বিরত থাকো (অর্থাৎ মন্দ কাজের দিকে পা বাড়িও না)। এভাবেই তুমি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হয়ে যাবে।

আর যে শুধুমাত্র মুখেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে না, তবে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো, যার কাছে একটি মাত্র কাপড় রয়েছে আর সে সেই কাপড়ের একপ্রান্ত ধরে আছে কিন্তু পরিধান করে না, তবে সেই কাপড় তাকে গরম, শীত, বরফ এবং বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর উপকার দেবে না।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৭৯, নাযার: ৩৯৬৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে (ব্যক্তি) আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে এবং সর্বাবস্থায় তার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তবে আল্লাহ্ তাআলা তার নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন, এজন্য আমাদেরও উচিত যে, সর্বাবস্থায় আপন সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকা। মনে রাখবেন! যদি আমরা আল্লাহ্ তাআলার সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার অভ্যাস গড়ে নিই তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এর অনেক বরকত অর্জিত হবে। হযরত কা'আব رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ায় কোন বান্দাকে নেয়ামত দান করে অতঃপর সে আল্লাহ্ তাআলার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং এই নেয়ামতের কারণে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি নশ্রতা প্রদর্শন করে তবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে দুনিয়াতে সেই নেয়ামত দ্বারা উপকৃত করেন। আর এর কারণে তার জন্য আখিরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর যাকে আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ায় নেয়ামত প্রদান করেন এবং সে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না আর আল্লাহ্ তাআলার জন্য নশ্রতাও প্রদর্শন করলো না তবে আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ায় এই নেয়ামত হতে অর্জিত উপকার তার কাছ থেকে দূরে রাখেন এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি স্তর খুলে দেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা চাইলে তাকে (আখিরাতে) আযাব দিবেন অথবা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

(রিসাঈল ইবনে আবিদ দুনিয়া, আত তাওয়াদু ওয়াল খামুল, ৩/৫৫৫, নং: ৯৩)(সীরাতুল জিনান, ১/২৪৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কৃতজ্ঞতার (শোকরের) সংজ্ঞা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও আল্লাহ্ তাআলার সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আসুন কৃতজ্ঞতার সংজ্ঞা শুনে নিই। যেমনিভাবে- হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: কৃতজ্ঞতা এর অর্থ হচ্ছে; “কারো উপকার ও নেয়ামতের কারণে মুখে, অন্তরে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তার সম্মান করা।”

কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন পদ্ধতি:

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: “অন্তরের কৃতজ্ঞতা হলো, নেয়ামতের সাথে উত্তম ব্যবহার এবং নেককাজ করার ইচ্ছা পোষণ করা আর মুখের কৃতজ্ঞতা হলো, এই নেয়ামত লাভে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করা, আর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৃতজ্ঞতা হলো, আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত সমূহকে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে ব্যয় করা এবং আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানীতে ব্যয় হওয়া থেকে বাঁচানো, এমনকি চোখের কৃতজ্ঞতা হলো; কোন মুসলমানের ত্রুটি দেখলে তা গোপন করা।”

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/১০৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা নেয়ামতের হক আদায় করে এই পদ্ধতি সমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তবে আল্লাহ্ তাআলার রহমতে আশা করা যায় যে, সেই দয়াময় রব তাআলা আপন নেয়ামত সমূহ আরো বৃদ্ধি করতে থাকবেন, আর যদি তাঁর নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়া স্বত্বেও আমরা অকৃতজ্ঞতা ও অভিযোগ-অনুযোগ করতে থাকি তবে এতে আল্লাহ্ তাআলা অসন্তুষ্ট হবেন এবং হতে পারে আমাদের থেকে এই নেয়ামতও ছিনিয়ে নিবেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, যা গণনা করা মানুষের জ্ঞানে সম্ভব নয়, তাঁর (আল্লাহ্ তাআলা) প্রত্যেকটি নেয়ামত অসংখ্য হিকমতের সমষ্টি, যদিও আজকাল বিজ্ঞান (Science) অনেক বেশি উন্নতি করেছে এবং নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র (Device) বা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত সমূহের সংখ্যা নিরূপন করা/ জানা যায়, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ১৪ পারার সূরা নাহল এর ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

(পারা-১৪, সূরা নাহল, আয়াত-১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ সমূহ গণনা করো, তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না;

অর্থাৎ বান্দার সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার যত নেয়ামত রয়েছে, যেমন- সুস্থ শরীর, বিপর্যয় থেকে মুক্ত দেহ, সুস্থ চোখ, সুস্থ বিবেক, এমন শ্রবণ শক্তি যা বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করে, হাত দ্বারা ধরা,

পা দিয়ে চলা-ফেরা করা ইত্যাদি আরো যত নেয়ামত বান্দাকে দান করেছেন, যা বান্দার দ্বীনি এবং দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সকল বস্তু এতই বেশি যে, এর গণনা করা সম্ভবই নয়, এমনকি যদি কেউ আল্লাহ্ তাআলার ছোট্ট কোন নেয়ামতের মারেফাত (পরিচয়) লাভের চেষ্টা করে এজন্য অর্জন করতে পারবে না, আর ঐ নেয়ামত সমূহের কি অবস্থা হবে যা সমস্ত সৃষ্টিই মিলে গণনা করতে পারবে না? এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: “যদি তোমরা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের গণনা করার চেষ্টা করো এবং এই কাজে নিজের পুরো জীবন অতিবাহিত করে দাও তবুও এতে সফল হতে পারবে না।”

(খামেন, আন নাহল, ১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ৩/১১৭) (সীরাতুল জিনান, ৫স খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা)

এজন্য আমাদের উচিত, আল্লাহ্ তাআলার সকল নেয়ামতের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা, কেননা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়, যেমন; হযরত সাযিদ্‌নুনা উতারিদ কুরাইশী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ্ তাআলা আপন বান্দাদের শোকরের তৌফিক দান করেন, অতঃপর তাকে নেয়ামতের বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেন না, কেননা তাঁর আলীশান ফরমান হচ্ছে:

لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

(পারা-১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত-৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দেবো।”

(শুয়াবুল ঈমান, লিল বায়হাকী, বাব ফি তা'দিদ নেয়মুল্লাহ, হাদীস নং-৪৫৬২, ৪র্থ খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

হযরত সাযিদ্‌নুনা আলী বিন সালিহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “এই (আয়াত) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি তোমরা আনুগত্য ও ইবাদত দ্বারা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো তবে আমি নেয়ামত সমূহে আরো বৃদ্ধি করে দিবো।”

(তাকসিরে তাবরী, পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, ৭ আয়াতের ব্যাখ্যা, হাদীস নং-২০৫৮৫, ৭ম খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা)

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হলো যে, নেয়ামত প্রদানকারীর নেয়ামতের তাঁর সম্মান সহ স্বীকারোক্তি দেয়া এবং নফসকে এই বিষয়ের অভ্যস্ত করা।

এখানে একটি মাদানী ফুল হলো, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত সমূহ এবং তাঁর বিভিন্ন দয়া ও অনুগ্রহ আর উপকার অবলোকন করে তখন তাঁর কৃতজ্ঞতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, এতে এই নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং বান্দার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর এটা অনেক বড় এক মর্যাদা এবং এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদা হলো, নেয়ামত প্রদানকারীর ভালবাসা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে, অন্তর নেয়ামতের দিকে আগ্রহী থাকে না, আর এই মর্যাদা হলো সিদ্দিকদের।

(সীরাতুল জিনান, ৫ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, বান্দা কোন সময়, কোন মুহূর্ত, কোন অবস্থতাই আপন মালিক ও সৃষ্টিকর্তার অসংখ্য ও অগনিত নেয়ামত সমূহ থেকে বিছিন্ন হতে পারে না। এজন্য যদি কখনো যাচাই বাচাইয়ের সম্মুখিন হয়ে যায় বা কোন নেয়ামত শেষ হয়ে যায় তবুও আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত অন্যান্য অসংখ্য নেয়ামত তো অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং বিবেকবান সেই, যে এমন মুহূর্তে ধৈর্যের আধার হয়ে থাকতে পারে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেটি সহ্য করে নেয়, আর এমন সময়ে ধৈর্য ধারণ করাও রহমত অর্জনের মাধ্যম। আসুন! এই বিষয় সম্পর্কিত চারটি (৪) ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শুনুন এবং আমলের উৎসাহ সৃষ্টি করুন।

﴿১﴾ দু'টি অভ্যাস এমন রয়েছে, তা যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বলে লিখে দিবেন এবং তা যার মধ্যে থাকবে না তাকে না কৃতজ্ঞ বলা হবে, না ধৈর্যশীল (এই অভ্যাস দু'টি হলো) ❀ যে নিজের দ্বীনে (ধর্মে) নিজের চেয়ে উচ্চ কাউকে দেখে তার অনুসরণ করে এবং দুনিয়াবী বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্নদের দেখে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ ব্যক্তির উপর যে ফযিলত দান করেছেন সেজন্য আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বলে লিখে দেন। ❀ যে নিজের দ্বীনে (ধর্মে) নিজের চেয়ে নিম্নদের দেখে এবং দুনিয়াবী বিষয়ে নিজের চেয়ে উচ্চদের দেখে অতঃপর নিজে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আফসোস করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে না ধৈর্যশীল বলে লিখেন না কৃতজ্ঞ। (জামে ভিরমীযি, ৪/২২৯, হাদীস নং-২৫২০)

﴿২﴾ আল্লাহ তাআলা যখন কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করেন তখন তাদের হায়াত (আয়ু) বাড়িয়ে দেন এবং তাদের কৃতজ্ঞতার ইলহাম (প্রেরণা) দান করেন। (ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল আলিফ, ১/১৪৮, হাদীস নং-৯৫৪)

﴿৩﴾ যাকে আল্লাহ তাআলা কোন নেয়ামত দান করেন অতঃপর সেই বান্দা এই নেয়ামতকে চিরস্থায়ী করতে চায়, তবে তার উচিত অধিকহারে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ পাঠ করতে থাকে। (মু'জামুল কবীর, ১৭/৩১০, হাদীস নং-৮৫৯)

﴿৪﴾ যখন আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের কোন নেয়ামত দান করেন এবং সে বলে: “الْحَمْدُ لِلَّهِ” তখন এই বাক্য আল্লাহ তাআলার নিকট তাকে নেয়ামত দেয়া থেকেও উত্তম প্রতিপন্ন হয়।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আদব, বাব ফদলুল হামিদিন, ৪/২৫০, হাদীস নং-৩৮০৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের প্রিয় আকা, ইমামুল আশিয়া صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমরা গোলামদের কিরূপ ভালবাসেন এবং কেমন সুন্দর ভাবে আমাদেরকে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পদ্ধতি ইরশাদ করলেন: একজন মানুষের উচিত সে দুনিয়াবী বিষয়ে নিজের চেয়ে কম দেখে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, আর দ্বীনি বিষয়ে নিজের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাবানদের দেখে তার মতো হওয়ার চেষ্টা করা এবং এর পাশাপাশি নেয়ামতকে চিরস্থায়ী করার ওয়াজিফাও ইরশাদ করেছেন যে, অধিকহারে لَا حَوْلَ شَرِيف পাঠ করা। সুতরাং মানুষের উচিত, নিজের চেয়ে অধিক সম্পদশালীদের দেখে আফসোস না করা যে, এই নেয়ামতটি আমার কাছে নেই কেন? বরং আল্লাহ তাআলা আমাদের যে নেয়ামত সমূহ দিয়েছেন তা নগন্য মনে করবেন না এবং নিজের চেয়ে অভাবী ও গরীব ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ জীবন কাটান এবং এরূপ মন-মানষিকতা তৈরী করুন যে, যদি আল্লাহ তাআলা কাউকে আমাদের চেয়ে বেশি নেয়ামত দান করে থাকেন তবে এতে নিশ্চয় কোন হিকমত লুকায়িত রয়েছে, হতে পারে এই নেয়ামত আমাকে দেওয়া হলে আমার নফস অবাধ্য হয়ে যেতো এবং এই নেয়ামতের গুরুত্ব না দিয়ে এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা র আপদে আপতিত হয়ে যেতো। যদি আমরা এরূপ মানষিকতা তৈরী করি তবে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে বেঁচে থাকবো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত মানুষের স্বভাবে (Nature) এই বিষয়টি থাকে যে, তারা খুশির সময় নেয়ামত সমূহ স্মরণ করে এবং আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করে কিন্তু যখনই সামান্য বিপদ-আপদ, পেরেশানী এবং কষ্টে পতিত হয় তখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত সমূহ এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কথা একেবারে ভুলে অকৃতজ্ঞতা মূলক বাক্য নিজের মুখ থেকে বের হতে থাকে। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন আবু হাসান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকা

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿١٧﴾

(পারা-৩০, সূরা আদিয়াত, আয়াত-৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়

মানুষ আপন রবের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।

সম্পর্কে বলেন: “মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ, অর্থাৎ বিপদ-আপদ গণনা করতে থাকে আর নেয়ামত সমূহ ভুলে যায়। (‘শোকরের ফযিলত’ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত) অথচ আমাদের পূর্ববর্তীদের এই অবস্থা ছিলো যে, রোগ হোক বা অভাব, সহজ হোক বা কঠিন, আনন্দ হোক বা শোক সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেন। যেমনিভাবে-

কৃতজ্ঞ বান্দা

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতক প্রকাশিত ৩০৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “আঁসো কা দরিয়্যা” এর ২১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: দামেশক বাসীদের মধ্যে একজন ব্যক্তি যার নাম আবু আব্দুর রব ছিলো, এই ব্যক্তি পুরো দামেশকে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ছিলো। একবার সে ভ্রমণে বের হলে এক নদীর তীরে কোন এক চারণভূমিতে রাত হয়ে গেলো, সুতরাং সে সেখানেই তাবু ফেললো। সে চারণভূমির অপর প্রান্ত থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলো যে, কেউ অধিকহারে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছে। সেই ব্যক্তি এই আওয়াজের খোঁজে বের হলে দেখলো যে, এক ব্যক্তি চাটাই জড়িয়ে বসে আছে। সে ঐ ব্যক্তিকে সালাম করলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো: ‘তুমি কে?’ তখন সেই ব্যক্তি বললো: ‘আমি এক মুসলমান।’

সেই দামেশকের অধিবাসী তাকে জিজ্ঞাসা করলো: ‘তোমার এই অবস্থা কেন?’ তখন সে উত্তর দিলো: ‘এটি হচ্ছে নেয়ামত, যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার উপর ওয়াজিব।’ দামেশক বাসী বললো: ‘তুমি তো চাটাইতে জড়িয়ে আছো, এটা কেমন নেয়ামত?’ সে বললো: ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে উত্তমভাবে বানিয়েছেন আর আমাকে মুসলমান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে সুস্থ-সবল করেছেন আর যে বিষয়ের আলোচনা আমার অপছন্দনীয়, তা গোপন করেছেন, অতএব যে আমার মতো দিন অতিবাহিত করে, তার চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে।’ সেই দামেশক বাসী বললেন: আমি তাকে বললাম: ‘আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি দয়া করুক, আপনি কি আমার সাথে যাওয়া পছন্দ করবেন? আমি আপনারই সোজাসোজি নদীর তীরে অবস্থান করছি।’ সেই ব্যক্তি বললো: ‘কেন?’ আমি বললাম: ‘এজন্য যে, আপনি কিছু আহার করে নিবেন আর আমি আপনার খিদমতে এমন কিছু জিনিস উপস্থাপন করবো যা আপনাকে এই চাটাইয়ে জড়িয়ে থাকা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে।’ সে বললো: ‘আমার এসব কিছুর প্রয়োজন নেই।’ এ কথা বলে সে আমার সাথে যাওয়া অস্বীকার করলো এবং আমি ফিরে এলাম। (তার কথা শনার পর) আমার নিকট নিজেকে খুবই নগন্য মনে হলো। আমি (মনে মনে) বললাম: ‘আমি দামেশকে আমার চেয়ে বেশি সম্পদশালী আর কাউকে দেখিনি তবুও আমি আরো (সম্পদ) অশ্বেষণে রয়েছি!’ অতঃপর আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলাম: “হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে আমার এই অবস্থার জন্য তাওবা করছি।” এভাবেই আমি তাওবা করলাম এবং কেউ জানতেও পারলো না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ তাআলার সেই নেক বান্দা জনসমাগম থেকে দূরে বিরান ভূমিতে চাটাই জড়িয়ে আল্লাহ তাআলার যিকির ও প্রশংসায় ব্যস্ত ছিলো, আর যখন দামেশক বাসী লোকটি তার এই অবস্থায় থাকার কারণ জানতে চাইলো তখন কোরবান হয়ে যান যে, সেই আল্লাহর নেক বান্দা অভিযোগ-অনুযোগ এবং নিজের দুরাবস্থার কথা শুনানোর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন,

তাছাড়া তার আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসাও অত্যন্ত মহান এবং অনুসরণ যোগ্য যে, যখন দামেশক বাসী তাকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেশ করলো এবং তার সাথে যাওয়ার কথা বললো তখন এই আত্মপরিতৃপ্ত ব্যক্তি সরাসরি অস্বীকার করে দিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মধ্যে অনেকে এমন যে, যার দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ সমূহে কোন না কোন মাদানী কাজের যিম্মাদারী আকারে এই নেয়ামত অর্জিত হয়েছে। অনেকে কোন না কোন বিভাগে মাদানী কাজের সাড়া জাগাচ্ছেন হয়তো, কেউবা কোন মজলিশের নিগরানও হয়ে গেছেন, কেউবা কোন মজলিশের রোকন হয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসারের কাজে সচেষ্ট আছেন, কেউ নিগরান বা কেউ অধিনস্থ, মোটকথা আমাদের মধ্যে যে কারোরই যেকোন ভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করার যিম্মাদারী অর্পিত হয়েছে, তবে যেন আমরা এই নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকি এবং নিজের পক্ষ থেকে এই যিম্মাদারীর ১০০% (শতভাগ) হক আদায় করার ভরপুর চেষ্টা চালিয়ে যাই। অনেক সময় এই নেয়ামতের যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার কারণে যিম্মাদারী চলেও যায়, পরে বান্দা আফসোস করে যে, হায়! আমি যদি আমার যিম্মাদারীত্বের সময়ে একাজটা করতাম, ওই কাজটা করতাম, কিন্তু এখন শুধুই আফসোস করতে পারবেন, সুতরাং আমাদের উচিত যে, তানযিমী যিম্মাদারীর রূপে যে নেয়ামত অর্জিত হয়েছে, তার কৃতজ্ঞতা আদায় স্বরূপ মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে মাদানী কাজের যে লক্ষ্য আমাদের দেয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে তা সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প করা এবং নিজের মধ্যে এই মানষিকতা তৈরী করণ যে, আল্লাহ তাআলা যেন এই মাদানী কাজ পরিপূর্ণ করতে আমার চেষ্টাও অর্ন্তভুক্ত করেন। কেননা দ্বীনের কাজ থেমে থাকবে না, এখন এটা আমার সৌভাগ্য যে, এই মাদানী কাজ সম্পন্ন হওয়াতে আমিও অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। এজন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিকট তৌফিকও চাইতে থাকুন।

করম সে “নেকী কি দাওয়াত” কা খুব জযবা দেয়, দো ধুম সুল্লাতে মাহবুব কি মাছা ইয়া রব!
আতা হো দা'ওয়াতে ইসলামী কো করুলে আ'ম, ইসে গুরর ও ফিতন সে সদা বাঁচা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের (বিভিন্ন পদ্ধতীতে যাচাই বাচাই করেন) কখনো রোগ দ্বারা, কখনো জান-মালের কমতি দ্বারা, কখনো শত্রুর ভয়-ভীতি দ্বারা, কখনো কোন ক্ষতি দ্বারা, কখনো বিপদ-আপদ দ্বারা এবং কখনো নতুন নতুন ফিতনা দ্বারা পরীক্ষা করেন আর দ্বীনের তবলীগ (প্রচার প্রসার) তো বিশেষ করে সেই রাস্তা, যাতে পদে পদে পরীক্ষা, এতেই অনুগত ও অবাধ্য, এতেই সত্যিকার ভালবাসা পোশণকারী এবং ভালবাসার দাবী কারীদের মাঝে পার্থক্য নিরূপন হয়ে যায়। হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ السَّلَام এর প্রতি তার সম্প্রদায়ের অধিকাংশের ঈমান না আনা, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ السَّلَام কে আগুনে নিক্ষেপ করা, ছেলেকে কোরবানী করা, হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ السَّلَام কে রোগাক্রান্ত করা, তার সন্তান এবং সম্পদ ধ্বংস করে দেয়া, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ السَّلَام এর মিশর থেকে মাদাঈন যাওয়া, মিশর থেকে হিজরত করা, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ السَّلَام কে নির্যাতন করা এবং আশ্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ السَّلَام শহীদ হওয়া, এসবই পরীক্ষা এবং ধৈর্যেরই উদাহরণ আর সম্মানিত ব্যক্তিদের পরীক্ষা ও ধৈর্য সকল মুসলমানের জন্য একটি উদাহরণীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সুতরাং সকল মুসলমানের উচিত যে, তাদের যখনই কোন বিপদ আসে এবং কোন নিপীড়ন বা কষ্টে লিপ্ত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা আর অধৈর্য না হওয়া।

সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “অনেক কড়া একটি কথা যা সকলেই জানে যে, কেউ যতই উদাসীন হোক না কেন, কিন্তু যখন (সে কোন কষ্ট পায় বা সে কোন বিপদ এবং) রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সে কিভাবে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে এবং তাওবা ইস্তেগফার করতে থাকে। আরে এ তো অনেক বড় মর্যাদাবানদের বৈশিষ্ট্য যে, তারা কষ্টকেও সেইভাবে স্বাগত জানায়, যেভাবে আনন্দকে স্বাগত জানাতো। কিন্তু আমাদের মতো গুনাহগার কমপক্ষে এটাতো করি যে, (যখন কোন বিপদ বা কষ্ট আসে তবে) ধৈর্য ধারণ করি এবং কান্না-কাটি করে এর কারণে অর্জিত সাওয়াব হাত ছাড়া না করি, আর এটুকু সকলেই জানে যে, অধৈর্য হলে তো আর আগত বিপদ কেটে (চলে) যাবে না বরং অধৈর্যের কারণে হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত প্রতিদান ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়াটাও আরেকটি বিপদ।

(বাহারে শরীয়াত, কিতাবুল জানাইয, রোগের বর্ণনা, ১/৭৯৯, সীরাতুল জিনান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫৫)

আমাদেরও উচিত, আল্লাহ তাআলা আমাদের যেসব নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থেকে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, কেননা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার তৌফিক অর্জিত হওয়াও একটি নেয়ামত। হযরত সাযিয়দুনা মূসা عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ আরয করলো: “হে আল্লাহ! আমি তোমার কৃতজ্ঞতা কিভাবে আদায় করবো যে, আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাও তো তোমার একটি নেয়ামত।” আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: “যখন তুমি জেনে নিয়েছে যে, সকল নেয়ামত আমার পক্ষ থেকে এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকবে তবে এটাই হলো কৃতজ্ঞতা আদায় করা। (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুস সবর ওয়াশ শোকর, শরতুস সানি, ৪/১০৫)

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

“শোকরের ফযিলত” রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আরো ফযিলত ও উপকারীতা এবং আকর্ষণীয় তথ্য (**Interesting information**) জানার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “শোকরের ফযিলত” কিতাবটি অধ্যয়ন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে বুয়ুগদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধরন, কৃতজ্ঞতা আদায়ের পদ্ধতি, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের ঘটনা, নেয়ামত বৃদ্ধির কারণ, বিভিন্ন দোয়া, কৃতজ্ঞতা আদায় করার ফযিলত আর অকৃতজ্ঞদের জন্য সতর্কবার্তা এবং অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অন্যদেরও পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড (**Download**) এবং প্রিন্ট আউটও (**Print Out**) করতে পারবেন।

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি

“সাপ্তাহিক ইজতিমা”য় অংশগ্রহন করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা’ওয়াতে ইসলামীর এই ওয়েব সাইটে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক কিতাব ও রিসালা রয়েছে, এই কিতাব ও রিসালা অধ্যয়ন করে ইলমে দ্বীনের অসাধারণ জ্ঞান ভান্ডার অর্জন করতে পারেন। জ্ঞান অর্জনের আরো আগ্রহ সৃষ্টির জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে আগ বেড়ে অংশগ্রহন করুন! যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি কাজ হচ্ছে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করা। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে তিলাওয়াত ও নাত, সুন্নাতে ভরা সংশোধন মূলক বয়ান শুনান, সম্মিলিতভাবে যিকির করার এবং ভাবাবেগপূর্ণ দোয়ায় নিজের গুনাহ সমূহ থেকে তাওবা করার পাশাপাশি উত্তম সংস্পর্শ অর্জন করার সুযোগও পাওয়া যায়। হাদীস শরীফেও উত্তম সঙ্গ অর্জন করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। (মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবু হুরায়রা, ৩/২৩৩, হাদীস নং-৮৪২৫ সংক্ষেপিত) তাছাড়া সম্মিলিত হয়ে আল্লাহর যিকিরকারীদের ক্ষমা এবং গুনাহ সমূহকে নেকীতে পরিবর্তন করার সুসংবাদ শুনানো হয়েছে।

(শুয়াবুল ইমান, ফচলুস সানি ফি যিকির আসার, ১/৪৫৪, হাদীস নং-৬৯৫ সংক্ষেপিত)

আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার এক ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শুনি। যেমন...

বগলে ক্যান্সারের মাংস পেশী

বাবুল মদীনার (করাচী, পাকিস্তান) এলাকা নয়্যা আবাদ এর এক ইসলামী বোনের বগলে একটি মাংস পিণ্ড দেখা দিলো এবং ডাক্তার তা ক্যান্সার বলে অবহিত করলো। অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো, এক ইসলামী বোন তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে জুনাগড় হল (নয়্যা আবাদ) এ বুধবারে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ইসলামী বোনটির ইজতিমায় অংশগ্রহন করার বরকতে আশ্চর্যজনক ভাবে তার বগলের সেই মাংস পিণ্ডটি বিদূরিত হয়ে গেলো এবং ক্যান্সারও সেরে উঠলো।

আগর দরদে সর হো ইয়া ক্যাপার কাহি হো, দিলায়ে গা তুম কো শিফা মাদানী মাহল।
শেফায়ে মিলে গী বালায়ে টালে গী, একিনান হে বরকত ভরা মাদানী মাহল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের জীবন অতিবাহিত করার জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয় আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই সব নেয়ামত দান করেছেন, খাওয়া-দাওয়ার লাখো উপকরণ এবং এতে বিভিন্ন স্বাদ আল্লাহ তাআলারই নেয়ামত, শরীরকে ঢাকার জন্য এবং শীত-গ্রীষ্মের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য পোষাক আল্লাহ তাআলার নেয়ামত, দূর-দুরান্তে সহজে ভ্রমণে জন্য বিভিন্ন যানবাহনও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত, মোটকথা আল্লাহ তাআলার এক একটি নেয়ামত স্বয়ং হাজারো নেয়ামতের সমষ্টি। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! যদি কোন হিকমতের কারণে আমাদের কোন নেয়ামত অর্জন না হয় তবে আমরা অন্যান্য নেয়ামত সমূহকে ভুলে বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ তাআলার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি। যেমন- কখনো কোন সামান্য রোগ বা বিপদ এসে গেলে তবে তৎক্ষণাৎ অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে এই ধরনের বাক্যও বলে থাকি যে, অমুক তো বড়ই খোশ মেজাজে আছে, জানি না আমার কোন গুনাহ হয়ে গেছে যে, সমস্ত বিপদ আর পেরেশানী আমার উপর ভেঙ্গে পড়লো, এভাবে কারো ব্যবসায় সামান্য ক্ষতি হয়ে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত দু-চার জনের সামনে হতাশা প্রকাশ না করে ততক্ষণ শান্ত হয় না, কারো কাছে মোটর সাইকেল (Bike) থাকলে, সে এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বদলে না শুধু কারের (Car) আকাঙ্ক্ষা করে বরং অনেক সময় নাজায়িয় ও হারাম পন্থায় কার (Car) নিয়ে নেয়, এরূপ যদি কেউ, শারীরিক ভাবে পঙ্গু হয়, তবে সেও অকৃতজ্ঞতা র বিপদে পতিত হয়ে যায়। যদি কারো অভাবের দিনগুলোতে এক আধ দিন উপবাস থাকতে হয়, তবে সেও অধৈর্য হয়ে পড়ে অথচ খাবার ছাড়া আল্লাহ তাআলার অন্যান্য হাজারো নেয়ামত তার সাথে বিদ্যমান। এমন সময়ে আমাদের পূর্ববর্তীরা কিরূপ সুন্দরভাবে লোকেদের সংশোধন করতেন। আসুন একটি ঘটনা শুনি, যেমন...

এক অভিযোগকারীর সংশোধনের এক অনুপম ধরণ:

হযরত সাযিয়দুনা সাইদ বিন আমের رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত সাযিয়দুনা ইউনুস বিন ওবাইদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাবের অভিযোগ করতে লাগলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “যে চোখ দ্বারা তুমি দেখছো, তার বদলে এক লাখ দিরহামে দিতে কি তুমি রাজি আছো?” সে বললো: “না।” তিনি বললেন: “তোমার একটি হাতের বদলে লাখ দিরহাম?” সে বললো: “না।” অতঃপর তিনি বললেন: “তবে কি পায়ের বদলে?” সে বললো: “না।” বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আল্লাহু তাআলার অন্যান্য নেয়ামত সমূহ স্বরণ করানোর পর বললেন: “আমি তো তোমার কাছে লক্ষ টাকার (সম্পদ) দেখছি অথচ তুমি অভাবের অভিযোগ করছো?”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা তো অভাবের সময় অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থা এবং যাকে আল্লাহু তাআলা অনেক ধন-সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছেন, সে খাওয়া-দাওয়ার উপকরণের অসম্মান করে এই ধরনের অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে, বেঁচে যাওয়া খাবার কোন মুসলমানকে খাওয়ানোর পরিবর্তে এভাবেই ফেলে দেয়। আফসোস! আমাদের সমাজে প্রচলিত অন্যান্য অনেক শরীয়াত বর্হিত্ত রীতিনীতির মতো বেঁচে যাওয়া খাবার নষ্ট করার প্রবণতাও বেড়েই চলেছে। চারিদিকে খাবারের অসম্মানের বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। পারিবারিক অনুষ্ঠান হোক কিংবা বুয়ুর্গানে দ্বীনের رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ফাতিহা, ওরশের তাবাররুক, সামাজিক মাহফিল হোক বা বিয়ের অনুষ্ঠান, চারিদিকে খাবার নষ্ট করার হতাশাজনক চিত্র, পাত্রে অবশিষ্ট সামান্য খাবার, পাত্রে বেঁচে যাওয়া ঝোল, পাত্রের অবশিষ্ট তরকারী এবং ব্যবহার যোগ্য রুটির টুকরো পুনরায় ব্যবহার করার মানসিকতা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নেই। এভাবে প্রচুর পরিমাণে খাবার প্রায়ই ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। অথচ এটা অপচয়, সুতরাং এ পর্যন্ত যতটুকুই অপচয় করেছেন, দয়া করে তা থেকে তাওবা করে নিন! ভবিষ্যতে খাবারের একটি দানাও এবং ঝোলের এক ফোঁটাও যেন অপচয় না হয় এর জন্য দৃঢ় সংকল্প করে নিন এবং রিযিকের গুরুত্ব দিন।

উম্মুল মুমিনীন সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বরকতময় ঘরে তাশরীফ আনলেন, রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখে সেটা তুলে নিয়ে মুছলেন অতঃপর খেয়ে নিলেন এবং বললেন: “আয়েশা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا! ভাল জিনিসের সম্মান করো। কারণ এ বস্তু (অর্থাৎ-রুটি) যখন কোন সম্প্রদায় থেকে চলে গেছে, তখন (আর) ফিরে আসেনি।” (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৫৩) অর্থাৎ যদি অকৃতজ্ঞতা র কারণে কোন সম্প্রদায় থেকে রিযিক চলে যায় তবে আর ফিরে আসে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এভাবে গ্লাসে অবশিষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুসলমানের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহার করার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অযথা ফেলে দেয়াও উচিত নয়, বর্ণি আছে: سُورَةُ الْمُنْتَفِئَةِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্ট শিফা। (ফাতীমাহে ফকিহিয়াতিল কাবির, ৪/১১৭) নিজ মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট খাবার ব্যবহারে যেমন শিফা পাওয়ার আশা করা যায়, তেমনি পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হওয়া, পারস্পারিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, অহঙ্কারের মতো রোগ থেকে বাঁচা যায়, বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টির পাশাপাশি গুনাহ সমূহ ক্ষমারও সুসংবাদ রয়েছে। যেমন...

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মর্যাদাপূর্ণ বাণী হচ্ছে: “নশ্রতার এক আলামত এও যে, মানুষ তার মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানি (অর্থাৎ পান করার পর অবশিষ্ট পানি) পান করে নেয়া, আর যে তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানি পান করবে, তার ৭০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, ৭০টি গুনাহ মুছে দেয়া হয় এবং তার জন্য ৭০টি নেকী লিখা হয়। (আনযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ৩/৫১, হাদীস নং-৫৭৪৫)

আল্লাহ তাআলা আমাদের অভাব এবং সমৃদ্ধিতে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং রিযিকের গুরুত্ব দিয়ে অপচয়ের গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান

করুক। أَمِينُ بِنَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে নিরাপত্তা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অকৃতজ্ঞতার একটি ধরন আমাদের সমাজে সাধারণত দেখা যায় যে, যতক্ষণ বান্দা সুস্থ এবং সবল থাকে তখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত সুস্থতা ও সুসাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না এবং যখনই হালকা-পাতলা মাথা ব্যথা হয় বা জ্বর আসে বা সামান্য সর্দি হয়ে যায় তবে এতে ধৈর্য ধারণ করে প্রতিদান অর্জনের পরিবর্তে অধৈর্য এবং অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মে অসুস্থতাকে শুধুমাত্র মুসিবত ও বিপদ মনে করা হয়, অথচ দ্বীনে ইসলাম এমন সুন্দর ধর্ম যে, এতে যেমন সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্যকে নেয়ামত ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি অসুস্থতা ও কষ্টকেও নেয়ামত বলে গন্য করা হয়, কেননা অসুস্থতা যেমন গুনাহে কাফফারার কারণ তেমনি অনেক ছোট অসুস্থতা মারাত্মক রোগ থেকে নিরাপত্তার মাধ্যমও হয়ে থাকে।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: সর্দি অসুস্থতা নয়, বরং মানসিক রোগের চিকিৎসা স্বরূপ, এতে অনেক রোগ দূর হয়ে যায়। সর্দি রোগীর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়না, যার কখনো চুলকানী হয় তবে তার কুষ্ঠরোগ হয়না, সর্দি ও চুলকানীতে আল্লাহ তাআলার অনেক হিকমত রয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ)

ফকিহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দীন আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “রোগের কারণে যদিও কষ্ট অনুভূত হয় কিন্তু বাস্তবে তা অনেক বড় নেয়ামত, যার কারণে মুমিনের চির প্রশান্তি ও সহজতার অনেক বড় ভান্ডার অর্জিত হয়। এই প্রকাশ্য অসুস্থতা বাস্তবে রুহানী রোগের মহান চিকিৎসা স্বরূপ, শর্ত হলো বান্দাকে মুমিন হতে হবে আর বড় থেকে বড় অসুস্থতায় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হতে হবে। যদি ধৈর্য ধারণ না করে কান্না-কাটি শুরু করে দেয়, তবে অসুস্থতা থেকে কোন মৌলিক উপকার হবে না অর্থাৎ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অনেক বোকা অসুস্থতায় অযথা বকবক করতে থাকে এবং অনেকে আল্লাহ তাআলার দিকে যুলুমের ইঙ্গিত করে কুফরিতেও পৌঁছে যায়, এটা তার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ধ্বংসের কারণ। وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى (আনওয়াকুল হাদীস, ১৯৭)

মনে রাখবেন! হাদীস শরীফে অসুস্থতার যে ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, আমাদের তা এভাবে অর্জিত হবে যে, যদি আমরা মুখে অভিযোগ-আপত্তি প্রকাশ করার পরিবর্তে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

হযরত আতা বিন ইয়াসার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয় তখন আল্লাহ তাআলা তার নিকট দুজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন এবং তাদের বলেন: “দেখো তো সে তাকে দেখতে আসা ব্যক্তিদের কি বলে?” যদি সেই রোগী তাকে দেখতে আসা ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুনকির্তন করে (অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) তবে ফিরিশতারা তার সেই কথা আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করে, অথচ আল্লাহ তাআলা অধিক জানেন। তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: “আমার বান্দার প্রতি আমার হক হচ্ছে যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং যদি তাকে আরোগ্য দান করি তবে তার মাংসকে উন্নত মাংসে পরিবর্তন করে দি আর তার গুনাহ মুছে দি।”

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪২৯, হাদীস নং-১৭৯৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিয়ে আর অন্যান্য খুশির মুহূর্তগুলোও আল্লাহ তাআলার মহান নেয়ামত, কিন্তু খুশির এই মুহূর্তগুলো সঠিকভাবে পালন করার পদ্ধতি কি আমাদের জানা আছে? আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত এই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা কিভাবে আদায় করা উচিত? কোন কাজটি করলে, বিয়ে ইত্যাদিতে অযথা কাজ থেকে বেঁচে সঠিকভাবে আমরা এই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবো? আসুন! এই বিষয়ে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি। সর্বপ্রথম আমাদের এই উল্লাসিত মুহূর্তে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে রবেব করীম এর নাফরমানী থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত সাযিয়দুনা যিয়াদ বিন উবাইদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: নেয়ামত অর্জনকারীর উপর আল্লাহ তাআলার একটি হক এও যে, এই নেয়ামত দ্বারা নাফরমানীতে যেন লিপ্ত না হয়। (তারিখে মদীনা তুদ দামেশক লি ইবনে আসাকির, যিয়াদ বিন উবাইদ, ১৯/১৯১)

কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আমাদের মধ্যে অধিকাংশই খুশির এই সময়েও আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, অশ্লিলতার ছড়াছড়ি করে এবং মানুষের হক নষ্ট করে, তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের গুনাহ করে আপন দয়ালু আল্লাহর অসম্ভুষ্টির কারণ সৃষ্টি করে। অনেক মূর্খ ব্যক্তি খুশির এই সময়ে **مَعَادُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** (আল্লাহর পানাহ) গান-বাজনার অনুষ্ঠানও করে থাকে এবং লজ্জার চাদর সরিয়ে সারারাত ছেলে আর বেপর্দা মেয়েরা নাচ গান করে, এই ধরনের মিশ্র পরিবেশে লোক কুদৃষ্টির কারণে নিজের চোখকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করে এবং তাদের এই বিষয়ের বিন্দুমাত্র অনুভূতি হয় না যে, অপরিচিত মহিলাদের দেখা মানুষের নয় শয়তানেরই কাজ। যেমনিভাবে- নবী করীম, রউফুর রাহীম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে: **الْمَرْأَةُ عَزْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ** অর্থাৎ মহিলা হলো লুকানোর বস্তু, যখন সে বের হয় তখন শয়তান তাকে উঁকি মেরে দেখে। (তিরমীযি, অধ্যায়: ১৮, ২/৩৯২, হাদীস নং-১১৭৬) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: যে ব্যক্তি নিজের চোখকে সংবরণ করতে পারে না, সে নিজের লজ্জাস্থানেরও নিরাপত্তা দিতে পারে না। (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৩/১২৫)

মনে রাখবেন! যে জাতি বিলাসীতা ও আনন্দ-সুখর্তিতে পড়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, সে জাতি ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত হতে থাকে। যেমন-দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর “সীরাতুল জিনান” ৪র্থ খন্ডের ২৭ নং পৃষ্ঠায় কিছুটা এরূপ বর্ণিত রয়েছে:

জাতির উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কিত আল্লাহর বিধান:

কুদরতের এই বিধান যে, কোন জাতিকে নেয়ামত দান করে ততক্ষন পর্যন্ত সেই নেয়ামতকে আযাবে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষন না সেই জাতি নিজের মন্দ আমলের কারণে নিজেই নিজেকে এই নেয়ামতের অযোগ্য প্রমাণ করে না। পূর্ববর্তী ও বর্তমান জাতির উন্নতি ও অবনতির জন্য এটিই অটল বিধান যে, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও হক আদায় করাতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং অকৃতজ্ঞতা র জন্য শাস্তি দেয়া হয়।

এখানে এই বিষয়টি মনে রাখবেন যে, কুদরতের এই বিধান শুধুমাত্র অমুসলিম জাতির জন্য নয় বরং মুসলমানও যদি সেই উম্মত্তায় চলে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকেও নিজের দানকৃত নেয়ামত ফিরিয়ে নেয় এবং তাদেরও অপমান ও অসম্মানের মুখোমুখি হতে হয়, যেমন-মুসলমানের উন্নতি ও অবনতির কারণের অস্বীকৃত জ্ঞানের অধিকারীরা খুবই জানে যে, যতক্ষন মুসলমান আল্লাহ তাআলার দানকৃত নেয়ামতের হক আদায় করেছে ততক্ষন উন্নতির চরম শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, দুনিয়ার বড় বড় সুপার পাওয়ার (Super Powers) তার শাসনের অধীনে ছিলো এবং অমুসলিমরা মুসলমানের নাম শুনে কাঁপতে থাকতো আর যখন থেকে মুসলমানেরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং এর হক আদায় করাতে উদাসীন হলো তখন থেকে তাদের শক্তি ও অমুসলিমদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার শেষ হতে আরম্ভ হলো। (সীরাতুল জিনান, ৪/২৭, সংক্ষেপিত)

জু কুছ ভি হে সব আপনে হি হাতো কে হে করতুত শিকওয়া হে যামানে কা না কিসমত কা গালা হে।
দেখে হে ইয়ে দিন আপনি হি গাফলত কি বদৌলত সাছে হে কেহু বুড়ে কাম কা আনজাম বুড়া হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা কিভাবে আদায় করবো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন আমরা খুশি উদযাপনের ভুল পদ্ধতি সম্পর্কে শুনলাম যে, বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দের নামে গান-বাজনা, নর্তকির নাচ, বান্দার হক ধ্বংস করা, এ সব কিছুই নেয়ামতের গুরুত্ব না দেয়া এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানী। যদি আমাদের এই সুযোগে খুশি প্রকাশ করতেই হয় তবে এমনভাবে করুন যাতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্ন্তভুক্ত থাকে। যেমন..

মুখ দ্বারা কৃতজ্ঞতা আদায় করুন!

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অর্জিত প্রত্যেক নেয়ামতের প্রতি বরং সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিজের মুখেই “اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ” বলার অভ্যাস গড়ে নিন।

নফল নামায আদায় করণ

আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করার নিয়্যতে নফল নামায আদায় করণ, নেয়ামত প্রাপ্তিতে সিজদায়ে শোকর আদায় করা নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতে মোবারকা। যেমন-হযরত সায্যিদুনা আবু বকর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যখন হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কোন প্রকার আনন্দ/ খুশি অর্জিত হতো তখন তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সিজদায়ে শোকর আদায় করতেন।

কোরআনের তিলাওয়াত করণ

ঠিক একই ভাবে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি উত্তম পদ্ধতি হলো যে, যেই রাক্বের করীম (আল্লাহ তাআলা) আমাদের এই নেয়ামত দান করেছেন তাঁর কালাম (কোরআনে করীম) এর তিলাওয়াত করণ, বিশেষকরে সূরা আর রহমান এর তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করণ যে, এতে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামতের বর্ণনা করেছেন, এরূপ করাতে জান্নাতের সেই নেয়ামত পাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

নেক ইজতিমা সমূহে অংশগ্রহন করণ

তাছাড়া কৃতজ্ঞতা আদায়ের এক সহজ পদ্ধতি এও যে, খুশির এইসব মুহূর্তে দ্বীনি মাহফিল এবং নেক ইজতিমার আয়োজন করণ এবং এতে নেয়ামতের মূল্যায়ন এবং মর্যাদার গুরুত্ব সম্পর্কে মাদানী ফুল বয়ান করণ।

মাদানী কাফেলায় সফর করণ

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আহ! যদি দ্বীনের খিদমতের মহান ব্রত নিয়ে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য হয়ে যেতো, তবে এভাবে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাও আদায় হয়ে যেতো এবং নেকীর দাওয়াতও প্রসার হতো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ানের সারমর্ম:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করার পদ্ধতি এবং এর ফযীলত শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারীর অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করাতে আল্লাহ্ তাআলা আরো নেয়ামত দান করেন, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করাতে আল্লাহ্ তাআলা সেই বান্দাকে এই নেয়ামত দ্বারা উপকৃত করেন, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারীর আখিরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারীর সেই নেয়ামত কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে না, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা ঈমানের অর্থাংশ, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারীর আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য নসীব হয়, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আল্লাহ্ ওয়ালাদের রীতি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সেই নেয়ামত তার জন্য আযাবে পরিণত হয়ে যায়, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় না করা ধ্বংসের কারণ, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় না করা নেয়ামতের প্রতিবন্ধকতার কারণ। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করার তৌফিক দান করুক এবং অকৃতজ্ঞতা ও অভিযোগ-আপত্তি করা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক আর নিজের প্রিয় মাতৃভূমির মূল্যায়ন ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বেশি বেশি নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্য নসীব করুক।

أَمِينَ بِجَاؤِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।”

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৯৭, হাদীস নং-১৭৫)

মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব:

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর রিসালা “১৬৩ মাদানী ফুল” থেকে মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

প্রথমে দু’টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন: * মিসওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় মিসওয়াক ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৭)

* মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যিক করে নাও কেননা তা মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাধ্যম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হামল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৬৯)

* হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** থেকে বর্ণিত; মিসওয়াকে দশটি গুণ রয়েছে: (কয়েকটি হলো) মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ দূর করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।

* হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: চারটি জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিসওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (ইহুইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

* মিসওয়াক পিলু, যয়তুন বা নিম ইত্যাদি তিজ্ত গাছের হওয়া চাই। মিসওয়াক যেন কনিষ্ঠা আগুলের সমান মোটা হয়। * মিসওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালনের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে দিন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধে নদীতে ডুবিয়ে দিন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব ‘সুন্নাত ও আদব’ হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ভেরী সুনাতোঁ পে চল কর মেরী রুহ জব নিকাল কর,

চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِهَا مَلِكُ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।”

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْبُقْعَةَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিদ্দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মক্ষী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সন্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতীপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তরীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)